যুগান্তর

তারিখ 27 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

জবি ছাত্রদের আলটিমেটাম শেষ হচ্ছে আজ

খেলার মাঠ হল উদ্ধার না হলে কঠোর কর্মসূচি

জবি প্রতিনিধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া খেলার মাঠ ও ১২টি আবাসিক হল উদ্ধারের জন্য ছাত্রদের তিনদিনের আলটিমেটাম শেষ হচ্ছে আজ। আজকের মধ্যে হল উদ্ধার না হলে তারা বঙ্গভবন ঘেরাওসহ নানা কর্মসূচির পথে পা বাড়াবে বলে আলটিমেটাম দিয়েছে প্রশাসনকে। এদিকে দখলকৃত আবাসিক হলগুলোর সর্বশেষ অবস্থা জানতে ও উদ্ধারের জন্য দুটি কমিটি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে এত কিছুর পরও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবহেলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল হওয়া হলগুলো উদ্ধার হচ্ছে না। সরকারের কাছে বারবার আবেদন করেও কোন ফল মেলেনি। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সরকারের সহযোগিতা চেয়েও পাওয়া যায়নি। সোমবার দৈনিক যুগান্তরের কাছে এসব অভিযোগ করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক। এ সময় তিনি বলেন, নতুন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ হাজার শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে হল উদ্ধারের ব্যবস্থা নেবে। না হয় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থামানো সম্ভব নাও হতে পারে বলে হচ্ছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

হচ্ছে আজ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তিনি আশংকা করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, হল উদ্ধার করতে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামানকে আহবায়ক করে শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, হল উদ্ধার করতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকরাও আন্দোলনে যেতে পারেন। তিনি বলেন, তাদের কমিটিকে সহায়তা করার লক্ষ্যে বেদখল হলগুলোর সর্বশেষ অবস্থা জানাতে চার সদস্যের একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম হাসান সরোয়ার্দীকে আহবায়ক করে গঠন করা ওই কমিটির অপর সদস্যরা হলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক কাজী আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক ড. এসএম কবীর ও সহকারী অধ্যাপক ইমরান হোছাইন। ১০ কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

জানা যায়, ১৯৮৫ সালে পুরনো ঢাকার স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ভূমি জালিয়াতি চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি হল দখল করে নেয়। হলগুলো বেদখল হওয়ার প্রায় এক দশক পর তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তা উদ্ধারের জন্য মামলা করে। এরপর আদালত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (তৎকালীন কলেজের) পক্ষে রায় দেন। আদালতের নির্দেশ অমান্য করে এসব দখলদার হলগুলো দখল করে রাখে। সরকারের পক্ষ থেকেও তেমন কোন আগ্রহ দেখানো হয়নি নানা কারণে। এর মধ্যে সব চেয়ে বড় কারণ ছিল রাজনৈতিক কারণ।

জগন্নাথ কলেজ স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর উপাচার্য অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান ও হলগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য বেশ কয়েকবার পদক্ষেপ নেন। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের ৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মাসিহ-মুহিত হক অ্যান্ড কোং কনসোর্টিয়াম নামে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে (সিএ ফার্ম) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তদন্তের দায়িত্ব দেয়। এ জন্য তাদের ১৮ লাখ টাকা প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানটি গত বছরের ২৯ জুলাই চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। তাদের দেয়া রিপোর্ট অনুযায়ী ১২টি হলের মধ্যে ৬টি হলের বৈধ কাগজপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রয়েছে। হলগুলো হল তাঁতীবাজারের ৮২, ঝুলন বাড়ি লেনে শহীদ শাহাবুদ্দিন হল, স্টার সিনেমা হলের পাশে ৮ ও ৯নং জিএল পার্থ লেনের তিব্বত হল, আরমানিটোলার ৬নং এসি রায় রোডের আবদুর রহমান হল, মাহুতটুলির ১নং শরৎচন্দ্র আনোয়ার শফিক হল, পাটুয়াটুলির ১৬ ও ১৭নং রমাকান্ত লেনে শহীদ আজমল হোসেন হল, ১নং ঈশ্বর লেনের প্যারিদাস রোডে বাণী ভবন।

এগুলোর মধ্যে তিব্বত হল ও আবদুর রহমান হল পুলিশ কর্মচারীদের দখলে। এ হলগুলো উদ্ধারের জন্য গত বছরের ৮ জুলাই কর্তৃপক্ষ ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চেয়ে আবেদন করে। গত বছরের ২৯ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পুলিশের সহায়তা চেয়ে আইজিপি বরাবর চিঠি পাঠায়। এসব আবেদনের পরও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।